স্বদেশ সংহতি সংবাদ

হিন্দু সংহতি

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 2, Issue No. 11, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, March 2013

মহম্মদ বিন কাশিমের প্রথম ধর্মীয় কাজ ছিল সদ্য জেতা দেবল নগরের সমস্ত ব্রাহ্মণকে বলপূর্বক সুন্নত করা। যখন ব্রাহ্মণরা এটা মেনে নিলেন না, তখন কাশিম ১৭ বছরের বেশি বয়সের সকল পুরুষকে হত্যা করলেন এবং সকল নারী ও শিশুকে ক্রীতদাস বানালেন। সমস্ত মন্দির লুণ্ঠিত হল, সেই সম্পদ ভাগ হল সৈন্যদের মধ্যে—এক পঞ্চমাংশ শাসকের জন্য রাখার পর।

[ডঃ বি. আর. আম্বেদকর, খণ্ড ৮, পৃঃ ৫৭]

সব বাধা পার করে বিপুল উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হল হিন্দু সংহতির পঞ্চম প্রতিষ্ঠা দিবস

১৪ই ফেব্রুয়ারী রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে হিন্দু সংহতির পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন হয়ে গেল। গতবারের মতো এবারও প্রশাসন থেকে হিন্দু সংহতির সভা বানচালের সমস্ত আয়োজন করেছিল, কিন্তু মহামান্য আদালতের প্রতি সংহতির আস্থা ছিল। সেই কোর্টের রায়েই শেষ পর্যন্ত হিন্দু সংহতি সভা নির্বিঘ্নে করতে সমর্থ হয়।

প্রশাসনের বাধা আসবে জেনেও হিন্দু সংহতি তার সভা করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ছিল। তাই একমাস আগে থেকেই জেলায় জেলায় হ্যাণ্ডবিল, ফেস্টুন, ব্যানার সংহতি কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দেওয়াল লিখন ও পথসভা চলে জোর কদমে। তারই প্রতিফলন ঘটে প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন। প্রায় আটাশ থেকে ত্রিশ হাজার কর্মী সমর্থক মাঠে উপস্থিত থেকে হিন্দু সংহতির শক্তিকে সকলের সামনে তুলে ধরে।

বেলা দেড়টার সময় সভার প্রধান অতিথি ডঃ রিচার্ড বেনকিনকে নিয়ে হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ প্রদীপ জ্বালিয়ে সভার শুভ সূচনা করেন। সভাপতি হিসাবে বরণ করে নেওয়া হয় বর্ষীয়ান অভিজ্ঞ কর্মী শ্রী চিত্তরঞ্জন দে মহাশয়কে। দেশ বিদেশ থেকে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন ডঃ গৌতম সেন, জয়েশ ভাই প্যাটেল, ডাঃ রুদ্রনাথ তালুকদার, দিল্লীর হিন্দু বাহিনীর নেতা অরবিন্দ মিশ্র, অধ্যাপক ডঃ শরদিন্দু মুখার্জী, স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজ, হিন্দুস্থান নির্মাণ দলের কর্ণধার শ্রী শৈলেন্দ্র জৈন এবং হিন্দু সংহতির সহ সভাপতি শ্রী ব্রজেন রায়, সম্পাদক শ্রী সমীর গুহ রায় ও উত্তর ২৪ পরগণার লড়াকু যুবক শ্রী অজিত অধিকারী।

সমীর গুহরায়ের উদ্বোধনী ভাষণের পর অজিত অধিকারী তার ভাষণে পুলিশের মুসলমানের কাছে আত্মসমর্পণের কথা বলে প্রয়াত পুলিশ তাপস চৌধুরীর উদাহরণ তুলে ধরেন। পুলিশ আজ মুসলমান গুণ্ডাদের কাছ থেকে নিজেকেই বাঁচাতে পারছে না, সাধারণকে আর কি নিরাপত্তা দেবে। বনগাঁয় দীপঙ্কর রায় প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হলেও অর্থের কাছে বিকিয়ে গিয়ে পুলিশ মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করছে না। শৈলেন্দ্র জৈন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেন। প্রশাসনকে কাছে পাবে না জেনেই আজ মুসলমান আগ্রাসন প্রতিহত করতে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে হবে। প্রধান অতিথি রিচার্ড বেনকিনের ইংরাজী বক্তব্য সাধারণ মানুষের কাছে সংহতি কর্মী অনিমিত্র চক্রবর্তী সহজ বাংলায় তুলে ধরেন। বেনকিন তার বক্তব্যে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার সাধারণ হিন্দু কিভাবে প্রতিদিন মুসলমান অত্যাচারের শিকার হচ্ছে তা তুলে ধরেন। বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে হিন্দুদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। হিন্দু মা-বোনেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, অথচ রাষ্ট্রীয় আইন তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় না। অন্যান্য বিদেশী অতিথিরা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের অসহায়তার কথা বিশ্বের কাছে কিভাবে তুলে ধরছেন, তা জানান। তাঁরা বাংলার হিন্দুদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি ও সাহায্যের আশ্বাস দেন। স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদক ভাষণ সংহতি কর্মীদের মধ্যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সর্বোপরি, সংহতি সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন, বনগাঁয় দীপঙ্কর খুন হয়ে গেলেও পুলিশ ঘুষ খেয়ে চুপ করে থাকে, সোনাখালিতে হিন্দু গৃহবধূকে মুসলমানরা ধর্ষণ করলেও পুলিশ এফ.আই.আর নেয় না, গার্ডেনরিচে মুসলিম দুষ্কৃতি পুলিশের এস.আই. তাপস চৌধুরীকে গুলি করে হত্যা করলেও কোন এক নির্দেশে পুলিশ দুষ্কৃতিদের প্রথমে গ্রেপ্তার করেনি। বর্তমান প্রশাসনের এই নির্লজ্জ মুসলিম তোষণে গ্রামের সাধারণ হিন্দুরা কিভাবে ভালো থাকবে। তাই হিন্দুদের আজ শক্ত হতে হবে, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, প্রয়োজনে বলিদান দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি মঞ্চে লাগানো ছবি গুরু গোবিন্দ সিং ও চার ছেলের বলিদানের কথা তুলে ধরেন। যদি বলিদানের মানসিকতা নিয়ে আজ হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ না হয়, তবে আর একবার বাংলার মাটি থেকে হিন্দুদের উদ্বাস্তু হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

সভাপতি চিত্তরঞ্জন দে-র সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সঞ্চালন করেন হিন্দু সংহতির যুব নেতা বিকর্ণ নস্কর। সুজিত মাইতির ব্যবস্থাপনায় মঞ্চ ও মাঠের পরিবেশ ছিল দেখবার মতো।

খণ্ডিত বাংলার ক্যানিং-এ পরাধীনতার ছায়া দেখল হিন্দুরা

নলিয়াখালি ও তার পার্শ্ববর্তী তিনটি গ্রামে ১৯শে ফেব্রুয়ারী যে ঘটনা ঘটেছে তা এক অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভয়ঙ্কর হিন্দু বিরোধী ইসলামি আক্রমণ ছাড়া আর কিছু নয়। ২০শে ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির তদন্তকারী দল ঘটনার তদন্ত করে দেখে যে মৌলবী রহুল কুদুসের খুন হওয়া নিয়ে মুসলমানরা কিছু করেনি, এটা ছিল পরিকল্পিতভাবে ঐ অঞ্চল থেকে হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার এক চক্রান্ত। এটা জানা গেছে, ভোর থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত মুসলমানদের আক্রমণ একটি পর্যায় পর্যন্ত ছিল, কিন্তু ৮টার পর মুসলমান দুষ্কৃতিদের আচরণ পশুর পর্যায় পৌঁছায়।

সকাল ৮টার সময় স্থানীয় স্কুল গোলাডহরা নলিয়াখালি হরিনারাণী বিদ্যাপীঠ-এর মুসলমান শিক্ষকরা জনসভা করে, যেখানে সর্বসমক্ষে মৌলবী খুনের পেছনে হিন্দুদেরকে দায়ী করা হয়। স্কুলের হেডমাস্টার আব্দুল সালাম মোল্লা ঐ মিটিং-এর সভাপতিত্ব করেন এবং অন্যান্য যেসব মুসলমান শিক্ষক সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন মৌলবী সামসুর আলম, গিয়াসউদ্দিন গাজী, খাতিব মোল্লা ও রেজাউল মোল্লা। এরা সকলে মিলে এই সিদ্ধান্ত নেয় রহুল কুদ্দুসের হত্যার বদলা নেওয়া এবং হিন্দুদের ভয়ঙ্কর শিক্ষা দেওয়া। এই মিটিং মুসলমানদের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করে, কারণ এর পরে প্রায় ত্রিশ হাজার মুসলমান হিন্দুদের গ্রামগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই বিশাল সংখ্যক মুসলমান এসেছিল প্রথমদিকে নিকটস্থ ঘুটিয়ারী শরীফ, প্রিয়র মোড়, বকুলতলা প্রভৃতি স্থান থেকে। কিন্তু বেলা দশটার পর দেখা গেল যে শতাধিক ট্রাক ও ম্যাটাডোরে কলকাতার গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজ, রাজাবাজার, পার্কসার্কাস ও মল্লিকপুর থেকে হাজারে হাজারে সশস্ত্র মুসলমান এল। এই দীর্ঘ রাস্তায় রাজ্য প্রশাসন এই ট্রাকগুলিকে আটকানোর কোন চেষ্টাই করল না। এই বিশাল সংখ্যার মারমুখী মুসলমানের সামনে পড়ে নলিয়াখালি, গোপালপুর, হেড়োভাঙ্গা ও গোলাডহরা গ্রামের হিন্দুরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল। আর বহিরাগত হামলাকারীরা নির্বিঘ্নে এই চারটি গ্রামের ২০০-র অধিক হিন্দু বাড়ি প্রথমে লুট করল, তারপর আগুন ধরিয়ে দিল। পুড়ে গেল বসতবাটি। জ্বলে গেল সারা বছরের খাবার ধান ও চাল, জামাকাপড়, আসবাবপত্র সব।

উল্লেখ্য, স্থানীয় হিন্দু গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গোলাডহরা নলিয়াখালি হরিনারাণী বিদ্যাপীঠের হেডমাস্টার আব্দুল সালাম মোল্লার মধ্যে হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাব আছে। তিনি স্কুলের মধ্যেই স্লোগান দিয়েছেন—পাকিস্তান জিন্দাবাদ, ইন্ডিয়া মুর্দাবাদ। এছাড়া তিনি পূর্বে যে স্কুলে ছিলেন সেখানে দেবী সরস্বতীকে নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য করায় অভিভাবকদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। পরে তাকে বদলি করে বর্তমান স্কুলে নিয়ে আসা হয়।

(চিত্র ভিতরের পাতায়) *শেষাংশ ৪ পাতায়*

আমাদের কথা

১৪ই ফেব্রুয়ারী ঃ উৎসব না সংকল্প ?

হিন্দু সংহতির পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বেশ ভালোভাবেই উদ্‌যাপিত হল। হাজার হাজার হিন্দু যুবক এল, যারা গ্রামে গ্রামে মুসলিম আগ্রাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, জিতছে, মূল্য দিচ্ছে, সমাজকে রক্ষা করছে, ভরসা দিচ্ছে। মুসলিম ভোটের কাছে নতজানু তৃণমূল সরকার এবারও বাধা সৃষ্টি করেছিল এই অনুষ্ঠানকে আটকানোর জন্য। কিন্তু গতবারের মত এবারও হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে এই অনুষ্ঠান করতে হয়েছে আমাদেরকে। হিন্দু সংহতির যুবকরা বুঝেছে যে লড়াই ছাড়া কোন গতি নেই। তারা গ্রামে গ্রামে মুসলিম দুষ্কৃতিদের সঙ্গে লড়ছে। আর সংহতির রাজ্য নেতৃত্বকে লড়তে হচ্ছে মুসলিম তোষণকারী সরকার ও প্রশাসনের সঙ্গে।

প্রত্যেক বছর এই সম্মেলনের সাফল্যের ফলে আজ বাংলার হাজার হাজার যুবকের কাছে ১৪ই ফেব্রুয়ারী একটা বিশেষ দিন, একটা উৎসবের দিনে পরিণত হয়েছে। এখানেই একটু দুশ্চিন্তা। এই দিনটাকে তো আমরা সংকল্পের দিন হিসাবে তৈরি করতে চাই। এই দিনটাকে তো আমরা আরও বেশি ত্যাগ স্বীকারের, আরও বেশি মূল্য দিতে প্রস্তুত হবার দিন হিসাবে তৈরি করতে চাই। এর মধ্যে উৎসবের অবকাশ কোথায়? এত অল্পেই সন্তুষ্ট? এইটুকুতেই উৎসব? গত হাজার বছর ধরে যাদের জমি গিয়েছে, যাদের সীমানা ছোট হয়েছে, এক ইঞ্চি জায়গাও পুনরুদ্ধার হয়নি, এখনও জায়গা হারানোর আশঙ্কা প্রতি মুহূর্তে, ইসলামিক শক্তি যাদেরকে আষ্টেপৃষ্টে চেপে ধরছে চারিদিক থেকে—তাদের আত্মতুষ্টির সুযোগ ও উৎসবের অবকাশ কোথায়?

তাই আজকের হিন্দু যুবকদের, সংহতি কর্মীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—ভাই, লড়াই শুধু শুরু হয়েছে। এ লড়াই জেতার জন্য অনেক ত্যাগ বলিদান এখনও বাকি আছে। হাজার বছরের এ লড়াইয়ের গতিমুখ ঘোরাতে হলে অন্ততঃ একটা প্রজন্মকে তো আত্মবলিদানের জন্য প্রস্তুত হতেই হবে। একবার ভেবে দেখ তো আজকের লড়াইয়ের পিছনের ইতিহাসটা। আমরা গান্ধার, সিন্ধ, পাঞ্জাব, বাংলা ও কাশ্মীরের বিশাল ভূমি হারিয়েছি, আমাদের ত্রিশ হাজারেরও বেশি মন্দির ধ্বংস হয়েছে, অযোধ্যা মথুরা ও কাশীর মন্দির খণ্ডিত ও অপবিত্র হয়েছে, হাজার হাজার হিন্দু নারীকে মধ্যপ্রাচ্যে বাজারে বিক্রি করা হয়েছে, হিন্দুর সম্পত্তি লুট হয়েছে, লক্ষ লক্ষ হিন্দু নারী ধর্ষিতা হয়েছে, কোটি কোটি হিন্দু ভিটেছাড়া রিফিউজি হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে ভারতে মুসলিম আক্রমণের কালে ৪০ কোটি হিন্দু জনসংখ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক উইল ডুরান্টের মতে 'ভারতে ইসলামিক আগ্রাসন বিশ্ব ইতিহাসে সবথেকে রক্তাক্ত অধ্যায়' (Islamic aggression in India is bloodiest chapter in history)। সেই লড়াই-ই তো আজ বাংলার গ্রামে গ্রামে চলছে। খুব কম মূল্য দিয়ে কি এই লড়াই জেতা যাবে? না যাবে না। তাই আজকের হিন্দু যুবকদের কাছে আমরা আহ্বান জানাতে চাই—জীবনপণ করে এ যুদ্ধ আমাদেরকে লড়তে হবে। বিনিময়ে আমরা কিছুই পাব না। শুধু ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদেরকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে তাদের সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা ও সম্মানের জন্য। এই বলিদানের জন্য যদি আমরা তৈরি না হই, তাহলে পশ্চিমবঙ্গটা ইসলামিক স্থান হবে, বাঙালি হিন্দু আবার রিফিউজি হবে। পাঁচলা, ঝাউবোনা, দেগঙ্গা, তারানগর-রূপনগর, খয়রাসোল, নলিয়াখালি সেকথাই বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এই ইতিহাসকে পাল্টাতে হবে। বর্তমান হিন্দু যুব প্রজন্মের বুকে সেই সংকল্পকে গেঁথে দেওয়ার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। ১৪ই ফেব্রুয়ারী সেই সংকল্প গ্রহণের দিন।

ওপার বাংলায় হিন্দুরা আবার আক্রান্ত

এপার বাংলায় মুসলিমরা যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে

বাংলাদেশ আবার উত্তাল, রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত। সেখানে স্বাধীনতাপন্থী ও পাকপন্থীদের মধ্যে এই লড়াইয়ে আবার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ সংখ্যালঘু হিন্দুরা। বহু হিন্দুর প্রাণ গিয়েছে, পুড়েছে বহু হিন্দুর বাড়ি, ভেঙেছে বহু মন্দির। ইসলামিক রাষ্ট্র অথবা মুসলিম প্রধান দেশে এটাই যে অমুসলিমদের পরিণতি—এই সত্যকে অস্বীকার করাই হচ্ছে আমাদের জাতির জাতীয় রোগ। এই রোগের আর এক নাম সেকুলারিজম্। এই রোগে আক্রান্ত হলে মানুষ সত্যকে দেখতে পায় না। তাই সেকুলার রোগে আক্রান্ত বাঙালি হিন্দু ১৯৭১ সালেও খোলা চোখে দেখতে পায়নি যে ওপার বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। পশ্চিম পাকিস্তানের জানোয়ারের মত সেনাবাহিনীর পাশবিক অত্যাচারে চরমভাবে নিপীড়িত পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী মুসলমান ও হিন্দুর স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে এপার বাংলার মুসলমানরা এতটুকু সমর্থন করেনি। বরং তারা চরম দুঃখিত ও ব্যথিত হয়েছিল পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ায়। ঠিক তেমনি আজও ওপার বাংলার এই অন্তর্দ্বন্দ্বে এপার বাংলার মুসলমানরা জামাতের দিকে, রাজাকারদের দিকে, স্বাধীনতার বিপক্ষীয়দের দিকে, পাকপন্থীদের দিকে। বাংলাদেশে স্বাধীনতাপন্থীদের পক্ষে এপার বাংলায় কোন মুসলমানের কণ্ঠস্বর এখনও পর্যন্ত শোনা যায়নি। কিন্তু সেদেশের ধর্মান্ধ জামাত ও যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে এপার বাংলায় বহু মুসলিম সংগঠনের সভা-সমিতি ও প্রেস কনফারেন্সের খবর 'কলম' পত্রিকার পাতায় পাতায়। আগামী ২৬শে মার্চ বারোটি মুসলিম সংগঠন একত্রে কলকাতার শহীদ মিনারে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে জনসভা করতে চলেছে। অর্থাৎ এরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে। এই সত্য এদেশের সেকুলারদের চোখে পড়ে না। সংহতি কর্মী সদস্যদের দায়িত্ব সাধারণ মানুষের কাছে এই সত্যকে তুলে ধরা।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বার বার হিন্দুর উপর অত্যাচার হলেও সেকুলার ও বামপন্থীদের মুখে চাবি আঁটা থাকে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, ওটা ওদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়। ওতে হস্তক্ষেপ করা যায় না। আজ যখন ওদেশের আদালত পাকপন্থী যুদ্ধাপরাধী দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছে, আজ যখন ৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির দাবীতে বাংলাদেশ উত্তাল হয়েছে, তখন এপারের জামাত-ই ইসলামী ও অন্য মৌলবাদী মুসলিম সংগঠনগুলি কেন তার বিরোধিতা করছে? এটা কি অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা নয়? এ প্রশ্ন সেকুলার ও বামপন্থীদের মনে জাগে না। এরা হিন্দু বিরোধী, এরা বাঙালি বিরোধী, এরা ইসলামিক কট্টর মৌলবাদের সমর্থক, এরা ভারত বিভাজনকারী, এরা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর সর্বনাশকারী। এদের এই হিন্দুবিরোধী আসল চেহারাটা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। তাহলে আমাদের বাংলার মাটি বাঁচানোর লড়াইটা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন

১২ই জানুয়ারী হাওড়ার বাগনানে স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রায় প্রায় হাজার খানেক হিন্দু যুবক উপস্থিত ছিল। বাগনান লেবেল ক্রসিং-এর কাছ থেকে বিকাল ৪টায় মিছিলটি শুরু হয় ও সন্ধ্যা ৬টার সময় বাগনান বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে মিছিলটি শেষ হয়। শোভাযাত্রাটি লাইব্রেরী রোড, ৬ নং জাতীয় সড়ক, স্টেশন রোড এবং থানা রোড হয়ে যায়, যার নেতৃত্বে ছিলেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ। শোভাযাত্রায় দুটি সুসজ্জিত ট্যাবলো ছিল। যার একটিতে বিবেকানন্দের ছবি ও বাল থাকরের ছবি ছিল। অপরটিতে পাকিস্তানের সৈন্য দ্বারা নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে যে দুজন সেনানায়ককে সেই হেমরাজ সিং ও সুধাকর সিং-এর ছবি ছিল। এঁদের প্রতি সংহতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

মিছিল শেষে বাসস্ট্যাণ্ড সংলগ্ন স্থানে শ্রী ঘোষ একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ কিভাবে জেহাদি সন্ত্রাসের আঁতুরঘর হয়ে উঠছে এবং হিন্দুরা শক্ত হাতে এর মোকাবিলা না করলে, মুখে শুধু শান্তির কথা বললে ভারতবর্ষকে কোনভাবে রক্ষা করা যাবে না।

গত ১২ই জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে অনেকগুলো কর্মসূচী পালন করা হয়। তার মধ্যে একটি হল দঃ চব্বিশ পরগণার জয়নগর থানার অন্তর্গত বেলে দুর্গানগর। দুর্গানগরের হাইস্কুলের মাঠে বিবেকানন্দের জন্মদিন সাড়ম্বরে পালিত হয়। দুটি মিছিল করে বহু সংখ্যক হিন্দু যুবক হিন্দু সংহতি ও বিবেকানন্দের ব্যানার নিয়ে এবং দেশাত্মবোধক গান গাইতে গাইতে পথ পরিক্রমা করে। একটি মিছিল মধ্য বেলে থেকে

শুরু হয় এবং দক্ষিণ ও উত্তর বেলে প্রদক্ষিণ করে। আর একটি মিছিল আনন্দপুর প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু হয়ে মায়াহাউরিতে গিয়ে শেষ হয়। দুটি মিছিলে শত শত হিন্দুর উপস্থিতি প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। বহু সংখ্যক হিন্দুর উপস্থিতি এলাকার মুসলমানদের কাছে হিন্দু শক্তির বার্তা পৌঁছে দেয়। হিন্দু সংহতির নেতৃত্বের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন বিকর্ণ নস্কর, সুজিত মাইতি এবং রাজকুমার সর্দার। বিকর্ণ নস্কর ও রাজকুমার সর্দার তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে হিন্দু সংহতির নামের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করার কথা বলেন।

আমাদের প্রিয় বারিদদা আর নেই

গত ৯ই জানুয়ারী ২০১৩, বুধবার রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বেহালার ১২১-ই, রায় বাহাদুর রোডের নিজ বাসভবনে শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ গুহ পরলোকগমন করেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের আয়কর বিভাগের ইন্ডিয়ান রেভিনিউ অফিসার ছিলেন। সারাজীবন কঠোরভাবে হিন্দুত্বের পূজারী ছিলেন। তিনি অধুনা বাংলাদেশের জামালপুর জেলা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর মুসলমানের অত্যাচারে চার ভাই সহ কলকাতায় চলে আসেন। বি.কম. পাশ করার পর কেন্দ্রীয় আয়কর বিভাগে চাকুরী পান ও পরে ইন্ডিয়ান রেভিনিউ অফিসার হন। অবসর গ্রহণের পর তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বেহালা মহকুমার সঙ্ঘচালক ছিলেন। বি.জে.পি.-র প্রার্থী হয়ে বেহালা বিধানসভায় দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু বি.জে.পি.-র সংখ্যালঘু তোষণ মানসিকতায় আঘাত পেয়ে দলত্যাগ করেন এবং 'হিন্দু সংহতি'-তে যোগ দেন। ভারতীয় নির্বাচন আয়োগ কর্তৃক স্বীকৃত হিন্দু রাজনৈতিক দল হিসাবে সর্বভারতীয় 'হিন্দুস্থান নির্মাণ দল'-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জাতীয়তাবাদী হিন্দু সৈনিকের মহাপ্রয়াণে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল তা অপূরণীয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। বারিদবাবু কয়েকটি ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেন ও ভারতের আর্য আগমন সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রকাশিত করেছেন। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

হাসনাবাদে সংহতির জনসংযোগ

হাসনাবাদের ইছামতি ক্লাবে হিন্দু সংহতির কর্মীবৃন্দ একটি পিকনিকের আয়োজন করে। এই পিকনিকে উপস্থিত ছিলেন বাংলার বিখ্যাত কীর্তন বিশারদ রাধাপদ ঘোষ মহাশয়, হাসনাবাদের বরিষ্ঠ সংহতি কর্মকর্তা নারায়ণ ঘোষ, সপ্তর্ষি, বিশ্বজিৎ, হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিকর্ণ নস্কর। উক্ত অনুষ্ঠানে দরিদ্র, নিপীড়িত হিন্দুর পাশে দাঁড়িয়ে হিন্দু শক্তি নির্মাণের সংকল্প গ্রহণ করা হয়।

চিত্রে হিন্দু সংহতির পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

বারুইপুরে মন্দিরের পাশেই নামাজ গৃহ তৈরির অপচেষ্টা

বারুইপুর সংলগ্ন রামনগর ১ ও রামনগর ২ পঞ্চায়েতে সর্দারপাড়ার পাশে শনিবটতলা বলে একটি জায়গা আছে। যেখানে একটি প্রাচীন শনিমন্দির আছে। মন্দিরের সামনে বারুইপুর-ক্যানিং রোডের উপর একটি ২৫ বছরের বাসস্ট্যান্ডে আছে। কিন্তু পঞ্চায়েত দ্বারা পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ঐ বাস স্ট্যান্ডটির অবস্থা হতশ্রী। কাজীপাড়ার স্থানীয় মুসলমানরা বাসস্ট্যান্ডটি দখল করে নেয়, তারপর থেকে সেখানে তারা নামাজ ঘরে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। কিন্তু হিন্দুদের প্রবল বাধার সামনে মুসলমানরা ঐ স্থানে নামাজ পড়তে সক্ষম হয় না। যেহেতু ঐ অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার কাজ চলছে ও একটি সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ হচ্ছে, মুসলমানরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাসস্ট্যান্ডটিকে তারা দখল করে নীচের তলায় নামাজ ঘর ও উপরতলায় একটি ক্লাব তৈরি করেছে। ঐখানে একটি শনিমন্দির আছে এবং প্রতিদিন সেখানে অনেক দর্শনার্থী পূজা দিতে আসেন, বিশেষ করে মহিলারা ওখানে পূজা দিতে আসে। মুসলমানদের দ্বারা মহিলাদের কটূক্তি ও পূজার ব্যাঘাত হবার সম্ভাবনায় স্থানীয় হিন্দুরা প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মন্দিরটি হিন্দু সর্দারপাড়ায় অবস্থিত, অথচ যে কাজীপাড়ার মুসলমানেরা বাসস্ট্যান্ডে নামাজঘর তৈরি করে তারা ওখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে থাকে। কেন এক কিলোমিটার দূরে কাজীপাড়ার মুসলমানরা নামাজঘর তৈরি করতে চাইছে এবং তাও হিন্দু মন্দিরের ঠিক বিপরীতে তা নিয়ে এলাকার লোকেদের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১২ দুর্গাপুজোর আগে স্থানীয় হিন্দুরা বারুইপুর পুলিশ, বি.ডি.ও., বি.ডি.আর.ও., এস.ডি.পি.ও., এস.ডি.এল.আর.ও এবং দুটি পঞ্চায়েতে একটি গণস্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিলিপি জমা দেওয়া হয় যাতে স্থানীয় নিহারিকা স্কুলের মাঠ যা মুসলমানরা দখল করেছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এই পূর্ণ নির্মাণের এক সপ্তাহ আগে মুসলমানরা দুটো জলসা করে পাশ্ববর্তী দুটি মুসলিম অঞ্চল হরিরাজ ও চাঙ্গোতে যেখানে অনেক জায়গা থেকে মুসলমানরা আসে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করার জন্য। ১৬ই ডিসেম্বর ২০১২ গণদাবী থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা পুনর্নির্মাণ শুরু করে। আইনশৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কায় হিন্দুরা ঘটনাটি বারুইপুর পুলিশকে জানায়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে পুলিশ স্থানীয় হিন্দুদের ঘটনাটি পঞ্চায়েত অফিসে জানাতে বলে ও নিজেরা কোন ব্যবস্থা নিতে অস্বীকার করে। রবিরার হওয়ায় সেদিন পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ ছিল। সেজন্য স্থানীয় হিন্দুরা রাজনৈতিক নেতা প্রিয়জিৎ সেনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। প্রিয়জিৎ সেন হিন্দুদের অভিযোগ শুনে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী (কালু)-র সঙ্গে কথা বলতে বলেন। কিন্তু শ্যামসুন্দর বাবুও নিজেকে এই ঘটনার সঙ্গে জড়াতে অস্বীকার করেন এবং পঞ্চায়েত প্রধান দিলীপ বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। অথচ হিন্দুরা যে অভিযোগ করলো প্রশাসন বা রাজনৈতিক স্তর থেকে তাদের অভিযোগকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হল না। সেজন্য দিলীপ বিশ্বাস যখন হিন্দুদের স্থানীয় তৃণমূল নেতা মহম্মদ কাহারের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে বলেন তখন হিন্দুদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তারা উত্তেজিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে যখন তৃণমূল ও সি.পি.এম.-এর মুসলিম নেতারা একত্রিত হয়ে এই নামাজঘর নির্মাণ করছে তখন তাদের কাছে হিন্দুরা কি সুবিচার আশা করতে পারে। যেহেতু হিন্দুরা বিপুল সংখ্যায় একত্রিত হয়েছিল এবং তাদের প্রতিরোধ ক্রমশ প্রবল হচ্ছিল তাই দুপুরবেলায় বিশাল পুলিশ এসে বেআইনি নির্মাণকার্য বন্ধ করে দেয়। কিন্তু মুসলমানরা এই বাধা সত্ত্বেও তাদের কাজ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এমতাবস্থায় হিন্দুরা অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। রামনগরের হিন্দু আজ এক শক্ত চ্যালেঞ্জের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনের সহযোগিতায় মুসলমানরা হিন্দু অঞ্চলের মধ্যে ঢুকে পড়ছে এবং রামনগর থেকে হিন্দু উৎখাতের পরিকল্পনা শুরু করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রামনগরের মতো ঘটনার অসংখ্য উদাহরণ আছে। পুলিশ মুসলমানদের এই অনৈতিক কাজে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রয়েছে। হয় তারা মুসলমানদের থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ নিচ্ছে নয়তো রাজনৈতিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করছে।

জালাবেড়িয়ার হিন্দুরা পুলিশি নির্যাতনের শিকার

ক্যানিং-এ মৌলানা খুনের ফলে মুসলিম তাণ্ডব শুধু ক্যানিং অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকেনি, অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। যার একটা দৃষ্টান্ত হল দঃ ২৪ পরগণার জালাবেড়িয়া অঞ্চল। জালাবেড়িয়া থেকে ৬০ জন মহিলা মোটর ভ্যানে করে নিকটবর্তী নাড়ুগোপাল মন্দিরে পূজা দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু কলতলা নামক জায়গায় মুসলমানরা গাড়িগুলোকে থামায়। মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে, এবং তাদের সঙ্গে থাকা একটি ২৫ বছরের যুবককে মারধোর করে। মহিলারা মুসলমানদের হাতে-পায়ে ধরে পূজা না দিয়েই জালাবেড়িয়া ফিরে আসে। ২০ তারিখ কিছু হিন্দু শ্রমিক যখন কলতলা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল তখন হিন্দুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের আটকে রাখা হয়। এর প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত হিন্দুরা জালাবেড়িয়া মোড় অবরোধ করে এবং দুজন মুসলমানকে পুলিশের সামনে আটকে রাখা হয়। পুলিশ মুসলমান দুজনকে উদ্ধারের চেষ্টা করলে হিন্দুরা জানায় যতক্ষণ না কলতলায় ২০ জন হিন্দুকে ছাড়া হবে ততক্ষণ মুসলমান দুজনকে ছাড়া হবে না। কিন্তু অঞ্চলের সি.আই. জোর করে মুসলমান দুজনকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলে হিন্দুদের সঙ্গে তাদের বচসা ও ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। এরপর পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে অবরোধ তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে। পরবর্তী সময়ে পুলিশ জালাবেড়িয়া অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে রেড করে ও বাজারটি পাঁচদিনের জন্য বন্ধ করে দেয়। এরপর হিন্দু সংহতির রাজ্য নেতৃত্ব উকিল নিয়ে কুলতলি থানার ও.সি. ও এস.ডি.পি.ও.-র সঙ্গে মিটিং করার পর বাজার খুলে দেওয়া হয়। এছাড়া প্রিয়নাথের মোড়েও অন্ততঃ ১৫টি হিন্দুর দোকানে লুটপাট ও ভাঙচুর করে মৌলবাদী মুসলিমরা। সেখানে বিমল মণ্ডলের বাড়িতে ঢুকে মহিলাদের শ্লীলতাহানিও করে ওই এলাকারই মুসলিম দুষ্কৃতিরা। এলাকার হিন্দু পুরুষদের গ্রামছাড়া করে দিয়ে মুসলিম দুষ্কৃতিদের অবৈধ কাজের সুযোগ করে দেওয়ার সেই নোংরা পুরনো খেলা।

কিন্তু পুলিশের রাগ জালাবেড়িয়ার হিন্দুদের উপর থেকে কমেনি। তারা অঞ্চলের ৩৭ জনের নামে একটি মামলা দায়ের করে এবং চক্রান্ত করে ঐ মামলায় হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষের নাম ঢুকিয়ে দেয়। পুলিশ কেস অনুসারে—১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৫৩, ৪২৭, ১৫২, ১৬৩, ১০৯, ১৮৬, ৫০৭, ৩০৭ ধারায় মামলা রুজু করেছে। উল্লেখ পুলিশের কাজে খুশি হয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারী কলতলার মুসলিমরা আটক ২০ জন হিন্দু শ্রমিককে ছেড়ে দেয়।

১ম পাতার শেষাংশ

পরাধীনতার ছায়া দেখল হিন্দুরা

নলিয়াখালি গ্রামে ইসলামিক সম্প্রীতির চিহ্ন

মুসলমানরা যখন হিন্দুদের বাড়ি আক্রমণ করে লুঠপাট চালাচ্ছিল তখন পুলিশ সেখানে নীরব দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে ছিল। হিন্দুরা পুলিশের হাতে পায়ে ধরে বাঁচানোর জন্য বললেও পুলিশ কিছু করেনি। উপরন্তু মুসলিম দুষ্কৃতিরা যখন পুলিশের গাড়ি থেকে পেট্রল নিয়ে হিন্দুদের বাড়িতে আগুন ধরাচ্ছিল তখন পুলিশ তাদেরকে বাধা না দিয়ে সেখান থেকে সরে যায়। এর ফলে কতগুলি সাধারণ প্রশ্ন সকলের সামনে উঠে এসেছে। হেডমাস্টার আব্দুল সালাম মোল্লার উত্তেজক ভাষণ এবং বিপুল সংখ্যক উত্তেজিত মুসলমান দেখেও পুলিশ ব্যাপারটা এত সহজভাবে নিল কেন? কেন মৌলবী রহুল কুদ্দুসের মৃতদেহ সময়ে সরানো হল না? কেন মৃতদেহ নিয়ে মুসলমানদের হিন্দু বিদ্বেষী স্লোগান শুনেও পুলিশ কোন তৎপরতা দেখালো না? বাইরে থেকে শতাধিক ট্রাক ভর্তি মুসলিমদের আসার পথে প্রশাসন আটকানোর চেষ্টা করলো না কেন? এইসব প্রশ্ন কিন্তু অঞ্চলের লোকেদের মুখে মুখে এখন ঘুরছে।

ঐ অঞ্চলের হিন্দুদের অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত শোচনীয়, তাদের দুঃখ পাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। দুশোর উপর হিন্দু বাড়িতে লুটপাট চালানো হয় এবং জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। অথচ সরকারী কোন সাহায্য এখনও তারা পায়নি বা সরকার থেকে কোন ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়নি (একই সরকার যথেষ্ট ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চোলাই মদ কাণ্ডে মৃত মুসলমানদের জন্য দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছিল।)

নলিয়াখালির হিন্দুরা সরকারের কাছ থেকে কোন প্রত্যাশা রাখে না। তবে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন ও স্থানীয় হিন্দুরা নলিয়াখালি ও তার পার্শ্ববর্তী তিনটি গ্রামের অসহায় হিন্দুদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ২৩শে ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে ঐ অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ ত্রাণ পাঠানো হয়।

মন্দিরে ভয়ঙ্কর চুরি ঃ পুলিশে জানিয়েও কাজ হল না

উত্তর ২৪ পরগণার হাসনাবাদের বিশপুর মাঝেরপাড়া গ্রামে গত ২৫শে জানুয়ারি, ২০১৩-তে গভীর রাতে এক ভয়ঙ্কর চুরির ঘটনা ঘটে। চুরির ধরণ দেখে এলাকার লোকেদের বক্তব্য, এটা মুসলিম দুষ্কৃতিদের কাজ।

বিশপুর মাঝেরপাড়া গ্রামে মণিমোহন মেমোরিয়াল ট্রাস্টের একটি কালী মন্দির আছে। কালী মন্দিরের জন্য এলাকাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। গত ২৫শে জানুয়ারি গভীর রাতে দুষ্কৃতিরা মায়ের মন্দিরে চুরি করে। কালী মায়ের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার সোনার গহনা দুষ্কৃতিরা লুঠ করে। এমন কি দেবীর পরণের বসনটিও দুষ্কৃতিরা নিয়ে যায়। এলাকার খবরটি জানাজানি হবার পর অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করে ও পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে অবিলম্বে দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানায়। কিন্তু পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করা তো দূরের কথা, এখনও পর্যন্ত সামান্য পদক্ষেপটুকুও নেয়নি।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে মালদা জেলায় একাধিক মন্দিরের চুরির ঘটনা ঘটে। ২২শে জানুয়ারি রাতে তিনশো বছরের পুরানো বুড়া কালীমন্দিরে চুরি হয়। আনুমানিক দশ লাখ টাকার বেশি সোনার গহনা ও দ্রব্যাদি এই মন্দির থেকে চুরি হয়। বর্তমান পর্যটনমন্ত্রী ও ইংলিশবাজার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীর অফিস এবং সি.পি.এম.-সি.পি.আই. পার্টির জেলা অফিসের থেকে কয়েক হাত দূরে এই মন্দিরটি অবস্থিত। পুলিশ প্রশাসনকে সবকথা জানানোর পরও তাদের নীরবতা সাধারণ মানুষকে অবাক করেছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা আজ অগ্নিগর্ভ

হিন্দুদের অনুষ্ঠানে মুসলিম দুষ্কৃতিদের তাণ্ডব

বারুইপুরের দক্ষিণ রামনগরের পুরাতন হাটখোলাতে ১৩ই জানুয়ারি, ২০১৩ রামনগর মিলন সংঘ একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠানের অয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবেই চলছিল, কিন্তু এলাকার কিছু মুসলিম যুবক হিন্দু মেয়েদের কটূক্তি করলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিশেষ সূত্রে জানা যায়, মুসলিম যুবকেরা কটূক্তির সঙ্গে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। অঞ্চলের হিন্দু যুবকরা এর প্রতিবাদ করলে মুসলিম যুবকদের সঙ্গে তাদের বচসা বাধে। মুসলিম যুবকেরা একত্রিত হয়ে হিন্দুদের আক্রমণ করলে হিন্দুরাও পাল্টা তাদের আক্রমণ করে। ঘটনাটি তখন ভয়াবহ রূপ নেয়। তখনকার মতো মুসলমানরা চলে গেলেও রাতে প্রায় হাজার খানেক মুসলমান জড়ো হয়ে হিন্দু গ্রাম আক্রমণ করে। কিন্তু হিন্দুদের শক্ত প্রতিরোধে তারা বিফল হয়ে সেখান থেকে চলে যায়। যাওয়ার আগে হিন্দুদের দেখে নেবে বলে তারা হুমকি দিয়ে যায়।

১৪ই জানুয়ারি সন্ধ্যে ৬-৩০ মিনিট নাগাদ তারা ফিরে আসে ও হিন্দুদের দুটি মন্দির আক্রমণ করে। রবীন মণ্ডল নামক এক গ্রামবাসী প্রতিরোধে এগিয়ে এলে দুষ্কৃতিদের আক্রমণে পায়ে গুরুতর আঘাত পান এবং একজন মহিলা মন্দির রক্ষা করতে গিয়ে আহত হন। মুসলিম দুষ্কৃতিরা মন্দির দুটিকে ভেঙে চলে যায়। এরপর অঞ্চলের হিন্দুরা মন্দির ধ্বংসের প্রতিবাদে যখন একত্রিত হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সরব হয়, তখন বারুইপুর থানার ও.সি. এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার এস.ডি.ও. এক বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে সচেষ্ট হয়। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তিনজন মুসলিম দুষ্কৃতিকে স্থানীয় হিন্দুরা চিহ্নিত করে। এরা হল---সেলিম, একতার ও আতি সর্দারের ছেলে মন্টু সর্দার। কিন্তু এলাকা সূত্রে খবর, পুলিশ এখনও তাদেরকে গ্রেপ্তার করেনি। এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। মুসলিম দুষ্কৃতিরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাশের গ্রামে জড়ো হয়ে আছে। যেকোন সময়ে তারা হিন্দু গ্রাম আক্রমণ করতে পারে। প্রশাসনের এসব কিছু অজানা নয়। তবু তারা হিন্দু যুবকদেরই নিরস্ত্র করতে ব্যস্ত। মুসলিম দুষ্কৃতিদের কুকর্ম তারা যেন দেখেও দেখতে পান না। প্রশাসনের উদাসীনতায় মুসলিমদের অত্যাচার দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দিন দিন বেড়েই চলেছে। মুসলিমদের লক্ষ্যই হচ্ছে এই সমস্ত গ্রাম থেকে হিন্দুদের উৎখাত করে জমি দখল করা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার অবস্থা আজ তাই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে।

উত্তরবঙ্গে পুলিশ ও প্রশাসনের যোগসাজসে হিন্দুর বাড়ি পুড়িয়ে জমি দখলের চেষ্টা

উত্তর দিনাজপুর জেলার সাহাপুর অঞ্চলে গোয়ালপুর থানার অন্তর্গত ডুবকুল গ্রাম। গত ২৯ জানুয়ারি রাত্রি সাতটা নাগাদ সাহাপুর ভাণ্ডাবাড়ির শিক্ষক জাকির হোসেনের নেতৃত্বে ১৫০-২০০ জন মুসলিম বেঙ্গল টু বেঙ্গল রাস্তার ডুবকুল গ্রামের পেট্রল পাম্পের সামনে জমায়েত হয়ে পাম্পের উল্টো দিকের সুশীল অধিকারীর বাড়িতে চড়াও হয়ে লুঠপাট করে এবং বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সুশীল অধিকারীর বাড়িটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং বাড়ির আরাধ্য দেবতা হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ-এর মন্দিরটিও সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। কর্মসূত্রে সুশীল অধিকারী বাংলার বাইরে থাকেন। বাড়িতে শুধু স্ত্রী-পুত্ররাই থাকে। যখন আগুন ধরানো হয় তখন বাড়িতে শুধু সুশীলবাবুর স্ত্রী শীলাদেবী ছিলেন। মুসলিমদের পাণ্ডা জাকির হোসেনের দাবি সুশীল অধিকারীর বাড়িটি বিতর্কিত জায়গায় অবস্থিত।

এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত স্থানীয় মানুষ পরের দিন বেলা ১২টা নাগাদ বেঙ্গল টু বেঙ্গল রোড অবরোধ করে এবং সুশীল অধিকারীর স্ত্রী শীলা অধিকারী গোয়ালপুকুর থানায় জাকির হোসেন ও তার দলবলের নামে একটি ডাইরি করে। অবরোধ চলাকালীন গোয়ালপুকুর থানার ও.সি. বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে আসে। ও.সি. ওয়াব মোল্লা আশ্বাস দেয় যে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার করা হবে। অথচ ২৪ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। উল্টে পুলিশ হিন্দুদের নামেই একটি কেস করে বলে শোনা গেছে।

অঞ্চলে সাধারণ মানুষের বক্তব্য এই যে সুশীল অধিকারীর বাড়ির উল্টোদিকে পেট্রল পাম্পটি জাকির হোসেনের। তিনি অঞ্চলে কংগ্রেসের প্রভাবশালী লোক। সুশীলবাবুর বাড়িটি বিতর্কিত জমির উপর বলে পুড়িয়ে দিয়ে জায়গাটিকে ফাঁকা করে তিনি দখল করতে চান। পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকায় বিস্মিত এলাকার সাধারণ মানুষ বুঝে যায় যে মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারা এদের সাহায্য পাবে না। এটাই পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের সেকুলার ব্যবস্থা। ধিক্কার।

পাক সেনার জানোয়ারত্ব ও ভারতের দুর্ভাগ্য

তপন কুমার ঘোষ

ভারতের অনেকরকমের দুর্ভাগ্য আছে। তার মধ্যে একটা বড় দুর্ভাগ্য হল এই যে, ভারতের সাধারণ মানুষ যা ভাবে, আমাদের নেতারা তা ভাবেন না, দলগুলো তা ভাবে না, সংস্থা ও সংগঠনগুলি তা ভাবে না। ফলে মানুষের আচরণ একরকম, দল, সংস্থা ও সরকারের আচরণ আর একরকম। অথচ এদেরকে আমরা সাধারণ মানুষই নির্বাচিত বা মনোনীত করি। করি কেন? কারণ বিকল্প নেই, অথবা করতে বাধ্য হই। বুঝিয়ে বলা একটু কঠিন। তবু চেষ্টা করছি। একটি লোকসভা কেন্দ্রে ধরা যাক ১০ লক্ষ ভোটার। সেই কেন্দ্রে ভোটে লড়তে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থীরা এক একজন খরচ করছেন ৫ কোটি, ১০ কোটি বা তারও বেশি টাকা। এই টাকা দিয়ে বিপুল প্রচারের দ্বারা তারা মানুষকে প্রভাবিত করছেন, ছোট ছোট গোষ্ঠী (ক্লাব ইত্যাদি) ও সামাজিক অংশ (জাতি বা কাস্ট) গুলিকে ঘুষ দিচ্ছেন, সংবাদমাধ্যম ও প্রশাসনকে প্রভাবিত করছেন, গুণ্ডাশক্তিকে কাজে লাগাচ্ছেন। তারপর শেষ রাতে মদ ও টাকার বাণ্ডিল বিতরণ তো আছেই। এরপরেও মানুষের সত্যিকারের মনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন—সে আশা করা যায় কি? তাই আমাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা আসলে কোন না কোন অর্থগোষ্ঠীর মনোনীত প্রতিনিধি। ওই মানিব্যাগদের অনুমোদন ছাড়া এই এম.এল.এ., এম.পি. দের কিছু করার স্বাধীনতা নেই।

তাই যখন গত ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনী যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে ভারতের সীমার মধ্যে ঢুকে পড়ে আমাদের দু'জন জওয়ান ল্যান্সনায়েক সুধাকর সিং ও ল্যান্সনায়েক হেমরাজ সিং-কে ধরে নিয়ে গেল, তাদের উপর চূড়ান্ত নৃশংস অত্যাচার করল, তাদের গায়ে জেহাদী নিষ্ঠুরতার চিহ্নগুলো এঁকে দিয়ে ওই দুজনের মৃতদেহ ফেরৎ দিল যাদের মধ্যে একজনের মাথা কাটা অবস্থায়—তখন সারা ভারতে হিন্দুদের মধ্যে পাকিস্তানের প্রতি যে চরম আক্রোশ ও ঘৃণা তৈরি হল, তার কোন প্রতিফলন ভারত সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে দেখা গেল না। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনাটা ঘটেছিল কাশ্মীরের পুঞ্চে। এই পুঞ্চের সঙ্গে আমার পরিচয় ও যোগাযোগ একটু বেশি। এই ঘটনার ঠিক পরেই আর একটি ঘটনা ঘটল যা হয়ত অনেকেরই চোখ এড়িয়ে গিয়েছে, কিন্তু আমাকে তা স্তম্ভিত করে দিল। দেশের সাধারণ মানুষের আবেগ ও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বিরাট তফাৎ দেখে, সরকারের সংবেদনশীলতার অভাব দেখে আমি ছটফট করতে লাগলাম। পুঞ্চ থেকে একটি চমৎকার পাকা রাস্তা পাকিস্তানের রাওয়ালকোট পর্যন্ত গিয়েছে। মাঝে চেকপোস্ট। ওই রাস্তা দিয়ে সপ্তাহে একদিন একটি বা দুটি করে বাস যাত্রী নিয়ে পাকিস্তান থেকে ভারতে (পুঞ্চে) আসে। পরেরদিন ফিরে যায়। এছাড়া ওই রাস্তা দিয়ে পণ্যবাহী ট্রাক যাতায়াত করে। কি কি পণ্য আসে অথবা আদৌ কিছু আসে কিনা আমি জানি না। কিন্তু এখান থেকে শাকসব্জি, ফলমূল, মাছ ইত্যাদি বহু পণ্য পাকিস্তানে যায়। পাকিস্তানী সৈন্যদের ওই নোংরামি ও

ক্যাপ্টেন সৌরভ কালিয়া — ল্যান্সনায়েক সুধাকর সিং — ল্যান্সনায়েক হেমরাজ সিং

বেয়াদপিপূর্ণ ঘটনা অর্থাৎ আমাদের সৈন্যদের মাথাকাটা মৃতদেহ ফেরত দেওয়ার পর সংবাদপত্রে জানতে পারলাম যে পাকিস্তান পুঞ্চ বর্ডারে গেট বন্ধ করে দিয়েছে এবং আমাদের দেশের কাঁচামাল বোঝাই ২৫টি ট্রাক সীমান্তে আটকে পড়েছে। আর ওই ট্রাকগুলির ড্রাইভাররা হায় হায় করছে তাদের মাল পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে। খবরটা এটুকুই। কিন্তু আমার মাথায় যেন আগুন ধরে গেল আমাদের শাসকগোষ্ঠীর আত্মসম্মানবোধহীনতা দেখে। পাকিস্তান আমাদের এতবড় অপমান করল, আমাদের সেনাদের উপর এতবড় নৃশংস পাশবিক অত্যাচার করল, তারপরে কোথায় আমরা অন্ততঃ একটুখানি প্রতীকী প্রতিবাদ দেখাব সাময়িকভাবে হলেও গেট বন্ধ করে দিয়ে, তা নয়, পাকিস্তানই গেট বন্ধ করে দিচ্ছে। যেন আমরা অপরাধী আর ওরা প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আর আমাদের ড্রাইভাররা মাল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে কাঁদছে। অর্থাৎ ভারত সরকারের আচরণ প্রমাণ করে দিল ২৫ ট্রাক কাঁচামালের দামের চেয়েও ভারতের সম্মানের দাম কম। এই মনমোহন সিংয়ের মত লোকগুলো তাড়াতাড়ি মরে না কেন বলতে পারেন? নাকি ক্রীতদাসদের আয়ু বেশি হয়। সোনিয়া গান্ধীর এই ক্রীতদাস বিজিগীষু শিখ জাতির সম্মান তো ডুবিয়েছে, গোটা ভারতের সম্মান যে ধূলায় লুটিয়ে দিল। ভারতের ওই এতবড় অপমানের কথা জানার পর কি উচিত ছিল না ভারত পাকিস্তান বর্ডারে যতগুলি গেট বা চেকপোস্ট আছে—সেগুলি মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া? তাতে যদি আমাদের অনেক বেশি আর্থিক ক্ষতি হয় তাও! এটা তো ন্যূনতম প্রতিবাদ। তারপর তো ওই ঘটনা প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ তো দূরের কথা, প্রতীকি প্রতিবাদটুকুও করার মত ক্ষমতা বা ইচ্ছা নেই এই ক্রীতদাস মনমোহন সিংয়ের।

এইবার একটা কথা পাঠককে জানানো দরকার। আমাদের দেশের সেনাবাহিনী প্রফেশনাল এবং তাদের রাজনীতিকরণ হয়নি। তারা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মত রাজনৈতিক ক্ষমতাকাঙ্খী নয়। তারা সরকারের অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতৃত্বের আদেশ মেনে চলে। কিন্তু এবার মানেনি। তারাও সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। সোনিয়া-মনমোহন সিংয়ের সরকার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুরতার কথা চেপে যেতে চেয়েছিল। আমাদের দুই সৈন্যের উপরে নাপাক্ পাকি-রা যে নৃশংস অত্যাচার করেছে (কোন আন্তর্জাতিক আইনের পরোয়া না করে), একজনের মাথা কেটে নিয়েছে, এই তথ্যগুলিকে চেপে যেতে চেয়েছিল ভারত সরকার। কিন্তু এইবার আমাদের সেনাবাহিনী তাদের চিরাচরিত রীতিকে লঙ্ঘন করে মিডিয়ার সামনে প্রকাশ করে দিল পাক জেহাদী নৃশংসতার কাহিনী। তাই দেশ জানতে পারল।

পাকিস্তানের পাপ, পাকিস্তানের দুষ্কার্য্য, পাকিস্তানের পাশবিক আচরণ, পাকিস্তানের নৃশংসতা—এসবকে ঢেকে রাখার পরম দায়িত্ব যেন আমাদের,ভারতের। এই রোগ শুধু মনমোহন সিংয়ের নয়, এই রোগ আমাদের গোটা রাজনৈতিক শ্রেণীর। এই প্রসঙ্গে ১৯৯৯ সালের কারগিল যুদ্ধের কথা উল্লেখ না করলে একপেশে বিচার করা হবে। তখন প্রধানমন্ত্রী জনপ্রিয় অটলবিহারী বাজপেয়ী। তিনি লাহোরে নিয়ে গেলেন শান্তির বাস। আর তারা আমাদের পিছনে ঢুকিয়ে দিল কারগিল। বাজপেয়ীর শান্তিপ্রয়াসের মূল্য ভারতকে দিতে হল ৫২৭ জন সৈন্যের প্রাণ হারিয়ে। তার সঙ্গে অপরিসীম অর্থক্ষতি। নিজেদের অসাবধানতায় হারানো নিজেদের জমিটুকু মাত্র ফিরে পেতে এই মূল্য দিতে হল আমাদেরকে। যুদ্ধ শেষে পাকিস্তান ফেরৎ দিল যুদ্ধের শুরুতেই নিখোঁজ হয়ে যাওয়া আমাদের ক্যাপ্টেন সৌরভ কালিয়া ও পাঁচজন জওয়ানের মৃতদেহ, যারা সীমান্তে নজরদারি করতে গিয়ে পাকিদের হাতে ধরা পড়েছিল। এই ছ'জন ভারতীয় সৈন্যের উপরেও করা হয়েছিল চরম ও নৃশংস অত্যাচার। তাদের শরীরেও এঁকে দিয়েছিল পাকি-রা জেহাদী নিষ্ঠুরতার চিহ্নগুলি। পুত্রের শরীরে অত্যাচারের ঐ চিহ্ন দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি ক্যাপ্টেন সৌরভ কালিয়ার পিতা এন কে কালিয়া, যিনি নিজেও একজন সৈনিক ছিলেন। তিনি ভারত সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন তাঁর ছেলের মৃতদেহের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তাঁকে দিতে। কিন্তু বাজপেয়ীর ভারত সরকার সে রিপোর্ট দেয়নি ও প্রকাশ করেনি। অর্থাৎ পাকিস্তানের পাপ চেপে রাখার দায়িত্ব পালন করেছিলেন যে দায়িত্ব আজ মনমোহন সিং পালন করছেন। সৌরভ কালিয়ার বাবা দমে যাননি। তিনি তখন থেকে এই দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে জনমত তৈরি করছেন ঐ রিপোর্টটি সরকারিভাবে হাতে পাওয়ার জন্য, যাতে তিনি বিশ্বের সামনে পাকিস্তানী জেহাদী নৃশংসতার কথা প্রমাণসহ তুলে ধরতে পারেন। এবার ভারতীয় সৈন্যের মাথা কাটার ঘটনা জনসমক্ষে প্রকাশ পাওয়ায় সাধারণ মানুষ ক্যাপ্টেন সৌরভ কালিয়ার কথাও কিছুটা জানতে পেরেছেন। আরও জানা গিয়েছে যে ২০০৯ সালেও এরকমই আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। এর থেকেও বড় ঘটনা, ভারতকে এর থেকেও বড় আঘাত দিয়েছিল বাংলাদেশ। তাও বাজপেয়ীর আমলেই ২০০১ সালে। মেঘালয় বর্ডারে ১৬ জন বি.এস.এফ. জওয়ানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে জানোয়ারের মৃতদেহের মত বাঁশে করে টাঙিয়ে ফেরতে দিয়েছিল। সেই অপমানও আমাদেরকে মুখ বুজে হজম করতে হয়েছিল, কারণ বাজপেয়ীজীর উদার ইমেজের মূল্য আমাদের জাতীয় সম্মানের থেকেও বেশি।

ভারতের দুই পাশে দুই ইসলামিক প্রতিবেশী, যারা ভারতের অঙ্গ থেকেই উদ্ভূত—তাদের এই নিষ্ঠুর, নৃশংস ও অপমানজনক আচরণ আমাদেরকে সহ্য করে যেতেই হবে আমাদের আত্মসম্মানহীন নেতৃত্বের জন্য। জাতির আবেগ ও মান-অপমান বোধের সঙ্গে এই নেতৃত্বের কোন সম্বন্ধ নেই। এরা একটা অন্য শ্রেণী। নিউ ইয়র্কে বা দুবাইতে, সিঙ্গাপুরে বা হংকংয়ে মদের গ্লাস হাতে নিয়ে ভারত পাকিস্তান সব নেতৃত্ব একাকার হয়ে যায়।

আমাদের দেশের সবথেকে বড় সংবাদপত্র গোষ্ঠী টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া। কোথা থেকে রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ পড়ল কে জানে—ওই পত্রিকা খবর সংগ্রহ ছেড়ে দিয়ে 'আমন্ কী আশা' অভিযান নিয়ে খেপে উঠল। আমন্ উর্দু শব্দ, মানে শান্তি। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি স্থাপনের সব দায় নিজের ঘাড়ে তুলে নিল। কাগজে খবরের জায়গা ছোট হয়ে গেল। শুধু ভারত আর পাকিস্তানের মানুষরা কতটা শান্তিকামী, পাকিস্তানীরা ভারতকে কতটা ভালবাসে, ভারতবাসীর সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য তারা কি ছটফট করছে—এসব দেখাতে তারা ইংরাজী সংবাদপত্রের পাতার পর পাতা ভরিয়ে ফেলল। আমাদের এইসব ইংরাজী জানা বুদ্ধিজীবিদের এই ভণ্ডামি আর ধাষ্টামো আমাদের দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে দিচ্ছে। এই টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া কি একবারও খোঁজ নিয়েছে যে ভারতীয় সৈন্যের গলা কাটার ঘটনাকে পাকিস্তানের কত মানুষ, কতগুলি সংস্থা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করেছে? যে কোন আন্তর্জাতিক পেশাদারী সমীক্ষা সংস্থাকে দিয়ে এই বিষয়ে পাকিস্তানে একটা জনমত সমীক্ষা করালো না কেন টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া? তাহলেই দুধ ও জল আলাদা হয়ে যেত। বোঝা যেত পাকিস্তানীদের ভারতপ্রেমে কতটা দুধে কতটা জল। যাক, পাকিস্তানের গাদুনি খেয়ে 'আমন্ কি আশা'-র ন্যাকামি এখন বন্ধ হয়েছে।

এইসব সংবাদমাধ্যমের মালিকপক্ষ বা পরিচালক গোষ্ঠী আর আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব—এরা সব একই শ্রেণীভুক্ত। দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খা-আবেগের সঙ্গে এদের কোন যোগ নেই। এদেরই সঙ্গে যুক্ত আছে এলিট ক্লাস ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণী। এটাই আমাদের দেশের আমাদের জাতির বড় দুর্ভাগ্য। এই দুর্ভাগ্য দূর করতে, দেশে মানুষের আবেগের সঙ্গে যুক্ত ও সংবেদনশীল নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে। নতুন প্রজন্মের কাছে এটাই আমার আশা।

কালিয়াচকের স্কুলে সরস্বতী পূজা বন্ধ করা হল

মালদার কালিয়াচক মহকুমার বৈষ্ণবনগরে কে.বি.এস স্কুলে এবার সরস্বতী পূজা হল না। অথচ সরস্বতী পূজার পরেই ১৮ই ফেব্রুয়ারী স্কুলের মধ্যে মুসলমানদের জলসার আসর বসে। স্কুলের কিছু ছাত্র হেডমাস্টার আতাউল রহমানের কাছে এর কারণ জানতে গেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার আওসান ছাত্রদেরকে মারধোর করেন। সেইসময় বাইরের কিছু মুসলমান যুবক এসেও ছাত্রদের মারধোর করে। মার খেয়ে ক্ষুব্ধ হিন্দু ছাত্ররা বৈষ্ণবনগরের রাস্তা অবরোধ করে। পুলিশ ও বি.ডি.ও. এসে অবরোধ তুলতে এলে ছাত্ররা অবরোধের মূল কারণ তাদের জানায়। প্রকৃত অবস্থা দেখার জন্য বি.ডি.ও. পুলিশ নিয়ে স্কুলে এসে উপস্থিত হয়। তখনও স্কুলে জলসা চলছিল। প্রশাসন থেকে ঐ জলসা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম আগ্রাসন ও হিন্দুদের পূজার্অর্চনার প্রতি তাদের বিদ্বেষের এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

মিনাখাঁয় হিন্দু সংহতির প্রকাশ্য সভা

মিনাখাঁ থানার ফুলবাড়ী গ্রামে হিন্দু সংহতির নেতৃত্বে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। ঐ পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে হিন্দু সংহতির সহসভাপতি শ্রী ব্রজেন রায় বলেন যে, পশ্চিমবাংলার মুসলমানেরা তাদের দাবী আদায় করবার জন্য সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছে। হিন্দুদেরও সমস্ত রাজনৈতিক ভেদ ভুলে সোচ্চার হওয়া উচিত। এরপর তিনি পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে নিহত দুই ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য পাঠিয়ে এই ঘটনার প্রতিশোধ নেওয়া দরকার। মিনাখাঁ থানার হিন্দু সংহতির কর্মী দেবাশিষ চ্যাটার্জী তার বক্তব্যে মিনাখাঁ থানার বিভিন্ন গ্রামে কিভাবে হিন্দুরা অত্যাচারিত হচ্ছে তার একটি করুণ চিত্র তুলে ধরেন এবং ঐ গ্রামের মানুষদের আশ্বাস দেন যে হিন্দু সংহতির পতাকা তলে মিনাখাঁ থানার হিন্দুদের একত্রিত করে মুসলিম অত্যাচারের প্রতিরোধ করবেন।

হিন্দু সংহতির বার্ষিক বৈঠক

গত ২৯-৩০ ডিসেম্বর বাগুইআটি সংলগ্ন পঞ্চবটী আবাসনে হিন্দু সংহতির দু'দিন ব্যাপী আবাসিক শিবির হয়ে গেল। বিভিন্ন জেলার ব্লক স্তরের প্রমুখ কর্মীরাই শুধুমাত্র এই আবাসিক শিবিরে যোগ দিয়েছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল বিভিন্ন ব্লকে নেতৃত্বদানকারী কর্মী, বক্তৃতাদানের অভ্যাস তৈরি, অঞ্চলে প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে সংযোগ এবং আসন্ন ১৪ই ফেব্রুয়ারী পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কর্মসূচী।

বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ধর্মাচার্য ধর্মেন্দ্রজী মহারাজ। তিনি বলেন, বর্তমানে সমস্ত রাজনৈতিক দল মুসলিম তোষণের দেউলিয়াপনা দেখাচ্ছে। অথচ এই মুসলমানরা ভারতীয় সমাজের মূল স্রোতের অংশই নয়। দেশের এই গভীর সঙ্কটে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বাইরে হিন্দু সমাজকে তিনি ঐক্যবদ্ধ হতে বলেন। দেশকে 'মা' বলার যে পবিত্রতা হিন্দুরা দেখায় তা সারা বিশ্বে বিরল। নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া হিন্দু জাতির আদর্শ। এই আদর্শ ও ভাবাবেগকে নতুন করে গড়ে তুলতে হিন্দু যুবকদেরকে তিনি আহ্বান জানান।

সংহতি সভাপতি শ্রী ঘোষ হিন্দু সংহতির কর্মীদের করণীয় কর্তব্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে নতুন করে সচেতন করেন। এ প্রসঙ্গে সংহতির মূল মন্ত্রও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। সাহসী নেতৃত্বের অভাবেই হিন্দুরা মার খেয়েছে বা খাচ্ছে তা তিনি ইতিহাস উল্লেখ করে সকলের সামনে বিশ্লেষণ করেন। সন্ধ্যায় প্রশ্ন-উত্তরের আসর শুরুর আগে সভাপতি মহাশয় শিবিরে আগত সকল সংহতি কর্মীকে হিন্দু সংহতি নামাঙ্কিত উত্তরীয় প্রদান করেন। এই উত্তরীয় যে সাহসিকতার প্রতীক তাও তিনি উল্লেখ করেন।

৩০ তারিখ সকালে একটি বৈঠক নিয়ে শ্রীঘোষ সর্বভারতীয় এক হিন্দু সম্মেলনে যোগ দিতে মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এরপর সঞ্চালক বিকর্ণ নস্কর, ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, সমীর গুহরায়, প্রদীপ দাস, সুন্দরগোপাল দাস প্রমুখ কর্মীরা অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। ১৪ই ফেব্রুয়ারীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে এই পর্বে আলোচনা হয়। কলকাতা শাখা ও বনগাঁ শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী

সুসেন বিশ্বাস ও অজিত অধিকারী জোরালো বক্তব্য রাখেন। এদিন বেলা ১টার সময় ওঁঙ্কার ধ্বনির মধ্য দিয়ে শিবিরের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

উস্তিতে সভা ফেরত সংহতি কর্মীরা আক্রান্ত

১৪ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতি সভা ফেরত উস্তি ব্লকের কর্মীরা আক্রান্ত হল মুসলমান দুষ্কৃতিদের হাতে। উস্তি বাস মোড়ের কাছে একটি এস.ডি.-২৭ গাড়ি বার বার কর্মীদের গাড়িটিকে ইচ্ছে করে চেপে দিচ্ছিল। এই নিয়ে উভয় গাড়ির ড্রাইভারের মধ্যে বচসা হয়। এমন সময় উস্তি সর্দার পাড়ার আজিমুদ্দিন সর্দার (কালো) কার্ত্তিক মণ্ডলের দোকান থেকে লোহার খুন্তি নিয়ে কর্মীদের গাড়িটিকে আক্রমণ করে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু মুসলমান ছেলে যারা আজিমুদ্দিনের দলবদ, তারা বড় লাঠি, পাথর, তলোয়ার ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সংহতি কর্মীদের আক্রমণ করে। এই আক্রমণে কর্মী উদয় জানা ও গৌতম হাজরা মারাত্মক রকমের জখম হয়। আরও কয়েকজন আহত হয়। মুসলমান দুষ্কৃতিরা হিন্দু দেব-দেবী তুলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে এবং উস্তি অঞ্চল ছেড়ে হিন্দুদের চলে যাওয়ার হুমকি দেয়।

সংহতি কর্মীদের গাড়ি আক্রমণ করে কালো সর্দার ও তার দলবল অনেক টাকা ছিনতাই করে ও মেয়েদের সোনার গহনা ছিনতাই করে তাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। কালো সর্দার আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রতাপ হাজরাকে মারধোর ও টাকা ছিনতাই করে। ঐ রাস্তা দিয়ে ফেরতের সময় কুলপি ব্লকের একটি গাড়ি মুসলিম দুষ্কৃতিরা লাঠি-রড-তলোয়ার দিয়ে ভাঙচুর করে ও ড্রাইভারকে আহত করে ১৭০০ টাকা ছিনতাই করে নেয়। এই সময়ে খবর পেয়ে উস্তি থানার বড়বাবু পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে এলে মুসলিম দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায় এবং রাতেই উস্তি-দেউলা-মগরাহাটে ব্যাপক বোমাবাজি করতে থাকে। কয়েকটি হিন্দু গ্রামে সশস্ত্রভাবে মুসলমানরা ঢোকার চেষ্টার করে কিন্তু হিন্দু গ্রামবাসীদের শক্ত প্রতিরোধে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ উস্তি অঞ্চলের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। তারা পুলিশের কাছে কালো সর্দারকে গ্রেপ্তারের দাবীতে সোচ্চার হয়। এ নিয়ে হিন্দুরা পুলিশের কাছে একটি এফ.আই.আর দাখিল করে। কিন্তু গিয়াসমোল্লার চাপে পুলিশ দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে এখনও কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

কাকদ্বীপে দরজা ভেঙে ঢুকে গৃহবধূকে ধর্ষণ

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী দঃ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপ থানার অন্তর্গত আনন্দনগর গ্রামের ভুতুমোল্লার পুল অঞ্চলে এক হিন্দু গৃহবধূকে ধর্ষণ করলো দুষ্কৃতিরা।

ঘটনার দিন রাত প্রায় ১২টা নাগাদ দুষ্কৃতিরা এসেছিল। বাড়িতে তখন গৃহবধূটি তার কন্যাকে নিয়ে একা ছিলেন। তার স্বামী ও শাশুড়ি বিশেষ কাজে অন্যত্র গিয়েছিল। ১২টা নাগাদ বাড়ির পোষা টিয়াপাখিটা অস্বাভাবিক চিৎকার করতে শুরু করলে তিনি দরজা খুলে বাইরে এসে কাউকে দেখতে পান না। তখন তিনি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। সেই সময় মুসলিম দুষ্কৃতিরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে এবং একাধিকবার ধর্ষণ করে। তিনি দুষ্কৃতিদের চিনতে পেরেছিলেন।

পরদিন কাকদ্বীপ থানায় দুষ্কৃতিদের নাম দিয়ে একটি এফ.আই.আর করেন (কেস নং ৬৮/১৩) তবে ভুতুমোল্লার চক মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় সংহতি কর্মীদের কাছে ভয়ে দুষ্কৃতিদের নাম বলতে চাননি। সংহতি কর্মীরা দুষ্কৃতিদের এই নারকীয় কাজের তীব্র প্রতিবাদ করে এবং অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে সোচ্চার হয়।

বাংলাদেশে সাইদীর ফাঁসির আদেশ, হিন্দুরা আক্রান্ত

জামাতের আক্রমণে সর্বস্ব খোয়ানো চট্টগ্রামের বাঁশখালী সদরের শীলপাড়ার দুলাল শীলের পরিবার।

বাংলাদেশের পাঁচ জেলায় জামায়াত-শিবির আবারও হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি, মন্দির ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর ও আগুন দিয়েছে। যুদ্ধ অপরাধী জামায়াতের নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ফাঁসির দণ্ডাদেশ দেওয়ার জের ধরে বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার রাতেও এ তাণ্ডব চালায় তারা। এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতে বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ, লক্ষ্মীপুরের রায়পুর এবং কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় মন্দিরে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুর করে জামায়াত-শিবির।

গাজীপুর সদর উপজেলার কাশিমপুর নামাবাজার এলাকায় কালীমন্দিরের পাশের মণ্ডপে গত শুক্রবার রাতে সরস্বতী প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়। প্রতিমার মাথা, বীণাসহ বাঁ হাত ভেঙে ফেলা হয়। গতকাল সকালে পূজা করতে গিয়ে পূজারিরা প্রতিমা ভাঙা অবস্থায় দেখে এলাকাবাসীকে খবর দেন।

কাশিমপুর রাধাগোবিন্দ মন্দির কমিটির সম্পাদক নন্দদুলাল দাস জানান, সম্প্রতি সরস্বতী পূজা শেষে প্রতিমাটি ওই মণ্ডপে রাখা হয়। নিয়ম অনুযায়ী, ওই প্রতিমা সেখানে এক বছরের জন্য সংরক্ষণ করার কথা। কিন্তু রাতের আঁধারে কে বা কারা প্রতিমার মাথা, বীণাসহ বাঁ হাত ভেঙে ফেলে এবং শামিয়ানা ছিঁড়ে ফেলে। এলাকাবাসীর সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীরা এই হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে।

বরিশাল ঃ গৌরনদী উপজেলার নলচিড়া ইউনিয়নের পিংলাকাঠী গ্রামে সর্বজনীন দুর্গামন্দিরে গত শুক্রবার রাতে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। আগুনে মন্দিরটির আংশিক পুড়ে যায়। গত শুক্রবার রাত আড়াইটার দিকে মন্দিরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। মন্দির কমিটির সভাপতি দুলাল চন্দ্র দাস জানান, রাতে ঘরের বাইরে গিয়ে তিনি মন্দিরে আগুন দেখতে পান। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। এ ছাড়া ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের লোকজন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভাতে সক্ষম হয়।

সংখ্যালঘু লোকজন ভয়ে মুখ খুলছে না। তবে স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করছেন, জামায়াত-শিবির এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

গৌরনদী থানার ওসি আবুল কালাম জানান, এ ঘটনায় মামলা দায়েরে প্রস্তুতি ও জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, সিটি মেয়র শওকত হোসেন, স্থানীয় সাংসদ তালুকদার মো. ইউনুস প্রমুখ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

জামায়াত-শিবিরের কর্মী-সমর্থকেরা গত শুক্রবার গভীর রাতে নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলায় একটি কালীমন্দিরে আগুন দেয়।

রামগতি পৌরসভার চরসীতা এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বসতবাড়িতে শুক্রবার গভীর রাতে আগুন দেওয়া হয়। এ সময় গৃহকর্তা নীতিশ চন্দ্র দাসসহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা কেউ বাড়িতে ছিলেন না। নীতিশ চন্দ্র দাস জানান, আগুনে তাঁর ঘরটি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঃ কসবা উপজেলার খেওড়া বাজারে গত শুক্রবার রাতে ১১টি দোকানে জামায়াত শিবিরের কর্মীরা আগুন ধরিয়ে দেয়। এর মধ্যে চারটি দোকান হিন্দু ব্যবসায়ীদের ও ছয়টি আওয়ামী লীগের সমর্থিত ব্যক্তিদের। শুক্রবার রাতে ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে বাড়িতে যান। রাত ১০টার দিকে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে স্থানীয় লোকজনসহ ব্যবসায়ীরা বাজারে ছুটে যান। পরে স্থানীয় লোকদের সহায়তায় কসবার কুটি চৌমুহনী ফায়ার সার্ভিসের দমকল বাহিনী আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু ব্যবসায়ী যাদব চন্দ্র জানান, আগুন লাগার সময় ওই এলাকায় বিদ্যুৎই ছিল না। তাঁদের দোকানের পেছন থেকে কেউ আগুন ধরিয়ে দেয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জালাল সাইফুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দিনাজপুর সদর উপজেলার রাণীগঞ্জ উত্তর মহেশপুর গ্রামে বারোটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কৃষক পরিবারের বাড়ি ও খড়ের গাদা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শনিবার গভীর রাতে। ঘরের চালার খড়, বাঁশ, টিন, কাঠ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তাই তারা খোলা আকাশের নিচে বাস করছেন। ক্ষতিগ্রস্ত মানিক বসাক, সুদেব বসাক, নিশীথ বসাক, রচিত বসাক, সুরেশ বসাক, সুবল বসাক, সুদীপ বসাক, মৃণাল বসাক-এর পরিবার। অভিযোগ জামাত শিবিরের কর্মীরাই এই আগুন লাগিয়েছে।

[সূত্র ঃ প্রথম আলো, ঢাকা, ৩-৩-১৩]

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southbengalherald.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012